দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 SEP 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম

048

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৯৩

নকল ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি মোকাবেলার পথ

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১১টি হাইস্কুলের সতেরো শ' এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। সবগুলো স্কুলই পাড়াগাঁয়ে অবস্থিত। এসব হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তারা টিসি ছাড়া তথা ভুয়া টিসিতে, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া ভর্তি বা ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে এবং অনিয়মিতভাবে এসব পরীক্ষার্থীকে ভর্তি করেছেন।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ কোনরূপ কৈফিয়ত সময় উত্তীর্ণ হলেও এযাবৎ দেননি। কারণ দর্শানো নোটিশ সম্পর্কে তাদের নিরুত্তর দেখে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড উক্ত স্কুলগুলোর অনুমোদন বাতিল এবং পরীক্ষাকেন্দ্রও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কিম্বা নকলের সুবিধার আশায় ছাত্ররা এসব স্কুলে গিয়ে ভিড় জমিয়েছিল। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এটা তাদের নজরে এনেছে এটা শুভলক্ষণ।

কিন্তু তাদের একটি বক্তব্য সম্পর্কে একমত হওয়া কঠিন। মফস্বল স্কুল ও কলেজগুলোতেই ছাত্ররা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে এটা ঠিক নয়। রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন মন্তব্য তারা করেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করবেন। সবাই জানেন যে ছাত্রদের নকলে বন্ধুবান্ধব থেকে অভিভাবক ও শিক্ষক পর্যন্ত অনেকেই জড়িত থাকেন। শহর ও মফস্বলে খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই।

ঢাকা শহরে বহু শিক্ষা কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা বিভাগের লোক মোতায়েন করে সুফল পাওয়া যায়নি। ১৪৪ ধারা জারি এক্ষেত্রে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এবার পরীক্ষায় যেভাবে নকল হয়েছে, তা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ের যে ১১টি হাই স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা নকলের নয়, অনিয়মের। অবশ্য এর পেছনে নির্বিবাদে নকল করার মানসিকতাই কাজ করেছে এবং নকল যথারীতি হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার আগে ও পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট সত্ত্বেও কোনরকমে পরীক্ষা নিতে গিয়ে নকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। ফলে পরীক্ষা আর পরীক্ষা থাকেনি।

যে সব ক্ষেত্রে নকলকারী ছাত্র ও তাদের সহায়তাকারিগণ পরিস্থিতি ও পরিবেশের সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে তারা মারমুখো হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের গোলযোগ পত্রিকায় এসেছে। কোথাও বা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর ফলে অকারণ শিক্ষকরা প্রশাসনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন দোষী নির্দোষ নির্ণয়ের তোয়াক্কা করেনি বলে দুঃখজনক ও অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। আর এগুলো বেশীরভাগ জেলা উপজেলা শহরে হয়েছে।

উপরোক্ত ১১টি হাই স্কুলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ ভিন্ন ধরনের এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ রোগ সঠিকভাবেই নির্ণয় করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। কিন্তু নকলের ক্ষেত্রে শহর পাড়াগাঁয়ে বা রাজধানী শহরে কিংবা মফস্বল শহরে পার্থক্য খুব বেশী নেই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফাঁকি, শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে ব্যবসা হিসেবে নেওয়ার মানসিকতা ও পদ্ধতির জন্য সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে। নকলপ্রবণতা তাই বছরের পর বছর অপ্রতিহত গতিতে বেড়েছে।

তাই মূল গলদও একই সাথে দূর করার উদ্যোগ না নিলে নকল সমস্যার সমাধান হবে না। অনিয়ম ও দুর্নীতির করাল ব্যাধির দগদগে ঘা যেখানে প্রকাশ্যেই নজরে পড়েছে সেখানকার অবস্থাটাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নজরে এসেছে। কায়দা ও কলাকৌশলের আড়ালে যেখানে ঘা ঢেকে রাখা সম্ভব হয়েছে, সেদিকে নজর দেওয়ার ফুরসত কিংবা প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের গৃহীত পদক্ষেপ সমর্থন করেও বলতে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন করতে হলে গোড়ার গলদ দূর করতে উদ্যোগী হতে হবে।

এ কাজটা শুধু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুরবস্থা ও শিক্ষাদানের মানের অবনতি এবং শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সমূলে উৎপাটনের জন্য উপযুক্ত ও সমন্বিত পদক্ষেপ না নিলে শুধু জোড়াতালির ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ব্যাধির নিরাময় সম্ভব হওয়া দুষ্কর। কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মনোভাব নিয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে পরিস্থিতির মোড় ফেরানোর সময় এখনো পার হয়ে যায়নি। সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও সরকার এদিকটা ভেবে দেখবেন। এটাই একমাত্র নিবেদন।